بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসার আরো কিছু ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরম তাওয়াক্কুল বা ভরসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মক্কা থেকে তাঁর (সা.) হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। এই সফরের আরও কিছু বিশদ বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়, যা থেকে তাঁর (সা.) তাওয়াক্কুলের উন্নত মান আরও সুস্পষ্ট হয়। হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর প্রাণের বিনিময়ে কুরাইশরা একশটি উন্নত জাতের উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছিল, তাই সুরাকা বিন মালিক পুরস্কারের লোভে মহানবী (সা.)-এর পিছু নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। সুরাকা পিছু নিতে নিতে যখন মহানবী (সা.)-এর একেবারে কাছে পৌঁছে যায় তখন সে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনতে পায়। তিনি (সা.) একেবারে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এক মুহূর্তের তরেও পেছনে ফিরে তাকান নি। তবে হযরত আবু বকর (রা.) বার বার পেছনে ফিরে দেখছিলেন, কেননা তিনি মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার কারণে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ সময় একের পর এক এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে যার ফলে সুরাকা বিন মালিক পুরস্কারের লোভ ত্যাগ করে। প্রথমে সুরাকা ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তির নিক্ষেপ করে, কিন্তু এর ফল তার বিপক্ষে যায়। তথাপি সে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁদের পিছু নেওয়া অব্যাহত রাখে। এরপর নিয়ম বহির্ভূতভাবে সুরাকার উট পুনরায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং সেটির পা বালুতে দেবে যায়। সুরাকা আবারও ভাগ্য গণনা করে, কিন্তু এবারও ফলাফল তার বিপক্ষে যায়। অতঃপর সুরাকা ব্যর্থ হয়ে দূর থেকে উচ্চৈঃস্বরে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়ে বলে, **'আমার পক্ষ থেকে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'** তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, **"তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কী চায়।"** সে বলে, **'আমি সুরাকা, আর আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই।'** একথা শুনে তাঁরা থেমে যান। সুরাকা বলতে আরম্ভ করে, মক্কাবাসীরা আপনাদের জীবিত বা মৃত ধরে দেওয়ার বিনিময়ে একশটি উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং আমি সেই লোভেই আপনাদের পিছু নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমার সাথে যা কিছু ঘটেছে, তা থেকে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, আমার এই পিছু নেওয়াটা ঠিক হয়নি। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাথেয় ইত্যাদি দেওয়ারও প্রস্তাব দেয় যে, সফরের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও পানাহার নিয়ে যান। কিন্তু তিনি (সা.) তা গ্রহণ করেননি। তিনি (সা.) শুধু একটি কথাই বলেন যে, **"আমাদের ব্যাপারে কাউকে কিছু বোলো না।"** সে এই প্রতিশ্রুতি দেয় এবং একইসাথে নিবেদন করে, **'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি একদিন রাজত্ব লাভ করবেন। তাই আমাকে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিন, যাতে সেসময় যখন আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হব, তখন আমার সাথে দয়া ও কোমলতাপূর্ণ আচরণ করা হয়।'** মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমের বিন ফুহায়রা (রা.) তাকে সেটি লিখে দেন এবং সে তা নিয়ে ফিরে যায়। সুরাকা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) তাঁকে বলেন, **হে সুরাকা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে, যেদিন কিসরার কঙ্কণ তোমার হাতে থাকবে?**

একথা শুনে সুরাকা অত্যন্ত বিস্মিত ও হতবাক হয়। তবে পরবর্তীতে হযরত উমর ফারূক (রা.)-র খিলাফতকালে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, **কী সেই বিষয় ছিল যা তাঁর (সা.) মনোবলকে এত সুদৃঢ় করেছিল? কোন্ সেই শক্তি ছিল যা তাঁর (সা.) সাহসকে এত বাড়িয়ে দিয়েছিল? কোন্ সেই চেতনা ছিল যা তাঁর (সা.) মাঝে এমন অসাধারণ প্রাণসঞ্চার করেছিল? এসবই ছিল আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুলের অলৌকিক প্রভাব এবং তাঁর প্রতি ভরসার পরিণাম।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, **মহানবী (সা.) বিপদাপদের সময় একজন পূর্ণ সত্যবাদীর যে নৈতিক গুণাবলি প্রকাশ করা উচিত —অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল, অস্থিরতা ও হাহাকার থেকে বিরত থাকা, নিজের কাজে অলসতা প্রদর্শন না করা এবং কারো ভয়ে ভীত না হওয়া, এসব গুণ তিনি (সা.) এমনভাবে প্রদর্শন করেছেন যে, কাফিররাও তাঁর (সা.) এই দৃঢ়তা দেখে ঈমান আনতে বাধ্য হয়েছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে কেউ এমন দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে এবং এভাবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে না।**

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা (রা.) যখন মদীনায় হিজরত করেন, সমগ্র আরব তাঁদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, সব সময় তাঁদের কাছে অস্ত্র থাকত। আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুলও ছিল আবার এই অবস্থাও ছিল যে, যেহেতু আক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে, তাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে হবে। একটি ঘটনা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক বিপদের রাতে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **হায়! আমার সাহাবীদের (রা.) মধ্য হতে কেউ যদি পাহারা দিত, তাহলে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারতাম।** অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) অস্ত্র হাতে নিয়ে উপস্থিত হন এবং সারারাত মহানবী (সা.)-এর তাঁবু পাহারা দেন আর তিনি (সা.) নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন এবং সা'দ (রা.)-র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তার জন্য দোয়াও করেন।

একবার মহানবী (সা.) যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্‌র কাছে তবলিগী পত্র প্রেরণ করেন, তখন পারস্য সম্রাট কিসরা চরম দম্ভভরে মহানবী (সা.)-এর চিঠিটি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছিল। মহানবী (সা.) যখন একথা জানতে পারেন, তখন পূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে বলেন, **আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের টুকরো টুকরো করে দেবেন।** কিসরা ইতিমধ্যে ইয়েমেনের গভর্নরের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে গ্রেপ্তারের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল। সেই সৈন্যরা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে পৌঁছায়, তখন তিনি (সা.) বলেন, **আজ রাতে তোমরা এখানে থাকো, আগামীকাল সকালে আমি তোমাদের উত্তর দেব।** পরদিন সকালে তিনি (সা.) সেই প্রতিনিধিদের ডেকে বলেন, **তোমরা ফিরে যাও এবং ইয়েমেনের গভর্নরকে গিয়ে বলো, আমার খোদা আজ রাতে তোমাদের খোদা তথা কিসরাকে হত্যা করেছেন।** তারা ফিরে যায় এবং জানতে পারে যে, ঠিক সেই রাতেই পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজকে তার নিজের পুত্র হত্যা করেছিল।

মহানবী (সা.) যখন যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন এই দোয়া পাঠ করতেন, **হে আল্লাহ্! তুমিই আমার শক্তি এবং তুমিই আমার সাহায্যকারী আর আমি তোমার (সাহায্যের) মাধ্যমেই যুদ্ধ করি।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষ বিপদের সময় কিছুটা অস্থির হয়ে পড়ে, কিন্তু তা কখনো তাওয়াক্কুল থেকে বিরত হওয়া নয়। বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)ও অত্যন্ত অস্থিরতা অনুভব করেছিলেন তবে তিনি (সা.) দোয়া করছিলেন, **হে আমার খোদা! তুমি যদি আজ এই ছোট্ট দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তাহলে পৃথিবীতে আর কখনো তোমার ইবাদত করা**

হবে না। তবে তাঁর (সা.) এই অস্থিরতা ছিল কেবল মানবীয় স্বভাবের কারণে। কারণ অন্যদিকে তিনি তাওয়াক্কুলকে একেবারেই হাতছাড়া হতে দেননি। তাঁর (সা.) দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে এবং তাঁর (সা.) পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কখনো ধ্বংস হতে দেবেন না। **মহানবী (সা.)-এর খোদা তা'লার প্রতি তাওয়াক্কুল এর অবস্থা এমন ছিল যে, যখন এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)-কে একা পেয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? এমন অবস্থাতেও যখন কিনা তাঁর (সা.) কাছে কোনো অস্ত্রও ছিল না আর শুয়ে থাকার কারণে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও নিতে পারছিলেন না। অথচ তিনি (সা.) অত্যন্ত শান্তমনে ও নিশ্চিতভাবে উত্তর দেন, আল্লাহ্! এই শব্দটি কতই না দৃঢ়বিশ্বাস আর প্রত্যয়ের সাথে তাঁর মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল যে, সেই কাফিরের হৃদয়ও তাঁর (সা.) উচ্চাঙ্গীন ঈমান এবং পরিপূর্ণ ভরসাকে অস্বীকার করতে পারে নি, এমনকি উত্তর শুনে তার হাতের তরবারি পড়ে যায়।**

আহযাবের যুদ্ধে যখন সমগ্র আরব জোট বেঁধে মদীনার ওপর আক্রমণ করে, তখন চরম অপ্রতুলতা সত্ত্বেও মুসলমানরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। **কারণ মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যেও আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল ও বিশ্বাস পরম মানে উপনীত হয়ে গিয়েছিল**। যার ফলে আল্লাহ্ তা'লাও এরূপ ব্যবস্থা করেন যে, ধূলিঝড় এসে কাফিরদের আত্মবিশ্বাসকে ধূলিস্যাৎ করে দেয় আর তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভীতি এবং তাড়াহুড়োর কারণে তারা অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং সম্পদ ফেলে দিয়ে চলে যায় যা পরবর্তীতে মুসলমানদের কাজে আসে। এটি মূলত আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার কারণেই হয়েছিল।

এ যুদ্ধে খোদা তা'লার ওপর ভরসার আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তিন দিন ধরে অনেক সাহাবী কিছুই খেতে পান নি, এমনকি প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে মহানবী (সা.)ও পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রা.) তাঁর বাড়িতে থাকা একটি ছাগলছানা জবাই করেন এবং মহানবী (সা.)-কে রান্না করা মাংস খেতে নিমন্ত্রণ জানান। ক্ষুধার্ত লোকসংখ্যার তুলনায় খাবারের পরিমাণ নিতান্তই অল্প ছিল, কিন্তু তিনি (সা.) খোদার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে বলেন, অনেক পরিমাণে খাবার রয়েছে, আর সেখানে উপস্থিত সাহাবীদেরকেও সাথে নিয়ে নেন। অতঃপর তিনি (সা.) ডেকচি পুরোপুরি না খুলে নিজের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার বিতরণ শুরু করেন যার ফলে প্রথমতঃ উপস্থিত সাহাবীদের সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করেন। এরপর এই খাবারে এত বরকত হয় যে, এ খাবার আরও বহু সাহাবীর ক্ষুধা নিবারণের কারণ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল খোদা তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের অন্যতম নিদর্শন।

বদরের যুদ্ধের সময় মদীনায় খুবই সাহসী একজন ব্যক্তি ছিলেন যার নাম ছিল **খুবায়ব বিন ইসাফ**। তিনি খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং তখনো পর্যন্ত মুসলমান হননি। তিনিও নিজের গোত্রের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুসলমানরা তাকে নিজেদের সাথে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলো। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বলেন, **আমাদের সাথে কেবল সেই ব্যক্তিই যুদ্ধে যাবে, যে আমাদের ধর্মের অনুসারী**। একটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, **তুমি ফিরে যাও। আমরা কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না**। তিনি দ্বিতীয়বারও আসেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে ফিরিয়ে দেন। অবশেষে তৃতীয়বার যখন তিনি আসেন, তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, **তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছ?** তিনি

উত্তর দেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, **বর্তমান যুগের বিবেকবানদের দৃষ্টিতে কাউকে নিজের শত্রু বানানোকে ভুল মনে করা হয়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে, এটিও সত্যতার একটি নিদর্শন। মহানবী (সা.) কারও সাথে আপস করেননি; বরং সত্যের প্রচার করে সবার বিরোধিতা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অন্যদের দৃষ্টিতে নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি ভুল করেছিলেন, অথচ কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরে সবার বিরোধিতা নিজের স্কন্ধে তুলে নেওয়াই তাঁর (সা.) সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর মাধ্যমেই তাঁর (সা.) সুমহান ঈমানের দৃঢ়তার অবস্থা অনুধাবন করা যায়।**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)